দৈনিক ইত্তেফাক

বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান ... ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র ঢাকা

তারিখ 08 DEC 1988
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

00-096

পাঠশালা ও গো-শালা

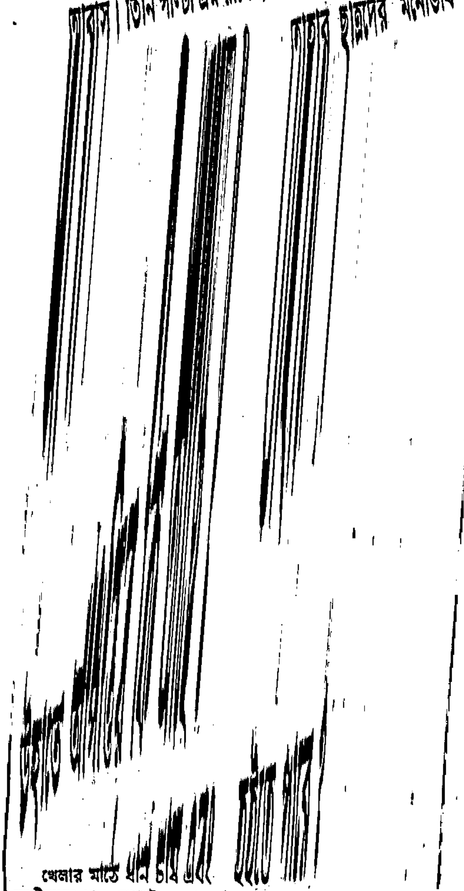

ভোলা সরকারী বালক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পাঠশালা ও গো-শালার ব্যবধান মুছিয়া ফেলার এক 'মহতী' উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন। কিছুদিন আগে স্কুলের একটি শ্রেণীকক্ষে নিয়মিত ক্লাস বসিত। এখন উহা ধান মাড়াই কেন্দ্র। এই ধান অন্যত্র উৎপাদিত নয়, স্কুলেরই খেলার মাঠের একাংশে উৎপন্ন। কৌতূহলী জনগণ এই সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে সংশ্লিষ্ট মহল জবাব দেন, সরকারের ডাকে সাড়া দিয়া আমরা খেলার মাঠে ধান-পাট ও রবি-শস্যের চাষাবাদ করিতেছি। আর শ্রেণী কক্ষটি এখন জনৈক দপ্তরির আবাস। তিনি পাল্টা প্রশ্ন রাখেন, [illegible] পড়াশুনার জন্য আলাদা পড়ার ঘরের ব্যবস্থা করেন। কারণ, কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে মনোযোগ দিয়া লেখাপড়া করা সম্ভব হয় না। এ-অবস্থায় স্কুলের একটি কক্ষে যদি পাঁচ–সাতটি বলদ দিয়া ধান মাড়াই করা হয় তাহা হইলে পাশের কক্ষে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কতটা সুষ্ঠু হইতে পারে? পক্ষান্তরে কক্ষটিতে দপ্তরি থাকে বলিয়াই কি ইহা ধান মাড়াই ও গরুর চনা–গোবরের আদর্শ স্থান হইতে পারে! একজন শিক্ষাবিদের নিকট হইতে এই ধরনের উক্তি শুধু দুঃখজনক নয়, দুর্ভাগ্যজনকও বটে। কেননা, গরীবের প্রতি শিক্ষকের মনোভাব যদি এই হয় তাহা হইলে তাহার ছাত্রদের মনোভাব কি [illegible] হইতে পারে?

খেলার মাঠে ধান চাষ এবং শ্রেণীকক্ষে ধান মাড়াই করার নির্দেশ সরকার কবে দিলেন জানি না। হইতে পারে গায়েবী আওয়াজ। আমরা শুনিতে পাই নাই। তবে ভোলা সরকারী স্কুল কর্তৃপক্ষের স্থাপিত দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্যান্য স্কুল কর্তৃপক্ষও যদি একই নীতি গ্রহণ করেন তাহা হইলে দশা কি হইবে, সহজেই অনুমেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পাঠশালা না গো-শালা নিয়া যে মুখরোচক আলোচনা ছিল, ভোলা স্কুল কর্তৃপক্ষ যেন তাহাকেই বাস্তবে রূপ দিতে সচেষ্ট।

স্কুলের অনুমোদন প্রাপ্তির আবশ্যিক শর্তাবলীর মধ্যে খেলার মাঠ অন্যতম। পুথিগত বিদ্যার পাশাপাশি প্রতিভা বিকাশের জন্য খেলা-ধুলার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। খেলা-ধুলা শুধু চিত্ত প্রফুল্ল রাখে না। মহা-মানবের মহা-মিলন ক্ষেত্রও তৈরী করে। ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদ ভুলিয়া খেলার মাঠেই মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে বিজয় ছিনাইয়া আনিতে সচেষ্ট হয়। তাই ইহা অসাম্প্রদায়িক শিক্ষার অন্যতম লালন ক্ষেত্রও বটে। পক্ষান্তরে, স্কুল-গৃহ বিদ্যা শিক্ষার জন্য। সুষ্ঠু বিদ্যা শিক্ষার জন্য প্রয়োজন অনুকূল পরিবেশ। এখনও যাহার সঙ্গতি আছে তিনি ছেলেমেয়ের

খবর প্রকাশ হওয়ার পর স্কুল কর্তৃপক্ষ নূতন কোন চিন্তা-ভাবনা করিতেছেন কিনা, জানি না। তবে এইটুকু জানি যে, আগের দিনে স্কুল পরিবেশ শুধু অনাবিল রাখার চেষ্টা করা হইত না, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরা কাপড়-চোপড় এবং কথা-বার্তায়ও সাবধানী মনোভাব গ্রহণ করিতেন। তাঁহারা জানিতেন তাঁহারা শিক্ষাবিদ। সমাজের গুরুজন। তাঁহাদের কর্মকাণ্ড শিক্ষার্থীদের অবচেতন মনে ছায়া না ফেলিয়া পারে না। কিন্তু আজ সবই কেমন যেন পাল্টাইয়া যাইতেছে। আমরা মনে করি, দেশের জন্য ইহা আদৌ মঙ্গলজনক নয়। গোড়ায় যদি গলদ থাকে পরিণাম শুভ হইতে পারে না। শিক্ষার অর্থ শুধু পুথিগত বিদ্যা কণ্ঠস্থ করা ও উদগিরণ করা নয়। যে শিক্ষা মানুষকে সহমর্মী ও জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে না, সে শিক্ষা আসলে কোন শিক্ষাই নয়। তাই ক্ষুদ্র হইলেও সংবাদটি আমরা তুচ্ছ ভাবিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতেছি না।

আমরা মনে করি, বিষয়টি তদন্ত করিয়া হেন ঘটনার প্রসার যাহাতে না ঘটে তাহার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।